**১. 'তিন পাহাড়ের কোলে' কবিতাটির মর্মবস্তু আলোচনা কর।**

উঃ --
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক বাতাবরণের যশস্বী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি হলো 'তিন পাহাড়ের কোলে' কবিতাটি। সীমাহীন রোম্যান্টিকতা, ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তির পূর্ণ উন্মোচনের মিশেলে অপূর্ব প্রাণসত্ত্বায় ভরপুর হয়ে উঠেছে কবিতাটি।

রোম্যান্সের ইচ্ছেডানায় ভর করে লেখক সঙ্গী সমভিব্যাহারে পৌঁছে যান তিন পাহাড়ের কোল নামক মনোমুগ্ধকর গন্তব্যে। সেখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্য, নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, গা-ছমছমে রোম্যান্টিকতা, জ্যোৎস্না-মায়াঘেরা নিশীথ লেখকের চিত্তকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এক অপার্থিব দুনিয়ায়। লেখক অনুভব করেন যে, এমন অজানা-অচেনা রহস্যময় রাজ্য যেকোনো ছাপোষা মানুষের বহু-কাঙ্ক্ষিত 'সব পেয়েছির দেশে'র তকমা পেতে পারে।

আসলে চেনা ছকের চেনা গণ্ডির বাইরে পা রাখার ঝুঁকিপূর্ণ ইচ্ছার মুখে লাগাম পরানো আটপৌরে মানুষও যখন আচম্বিতে এই রহস্যময় দেশে এসে পড়ে তখন সেই মোহময় পরিবেশই তার 'আমি'র মধ্যের অন্য এক 'আমি'কে আবিষ্কার করায়। সে অনুভব করে যে, এই অচেনা-অজানা পৃথিবী কোন অদৃশ্য শক্তির মায়াজালে তাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। স্বপ্নাতুর সেই প্রকৃতি যেন তার সেই পুরাতন - কঠিন - কঠোর - পরিচিত - বিবর্ণ - একঘেয়ে বৃত্তে তাকে আর ফিরতে দিচ্ছে না। এমনকি সেই আগ্রহও বোধ করছেন না লেখক।

আসলে বাঁচার মত বাঁচতে হলে শুধুমাত্র চেনা গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করলে চলবে না। অপরিচিতের দুর্নিবার আকর্ষণে মত্ত হয়ে সে রাজ্যে আবর্তন করলেই কেবল সেকেলে 'আমি'কে চিরকেলে 'আমি'তে রূপান্তরের সুযোগ মেলে। তাই পরিসমাপ্তিতে লেখকের আত্মমূল্যায়ন খানিকটা বাঁধনহারা, বন্ধনমুক্তির গান গাওয়া চারণকবির মতই। এ যেন অপরিচিতের দর্পণে নিজের প্রকৃত প্রতিবিম্বদর্শন।

**২. সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর:**

**"সহজ করে বাঁচা কি আর খাঁচাতে সম্ভব?**
**তিন পাহাড়ের নকশীকাঁথায় শিশুর কলরব।"**

উঃ-

**উৎস** - আধুনিক কবিতার খ্যাতনামা কবি-দিকপাল শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'তিন পাহাড়ের কোলে' শীর্ষক কবিতাংশ থেকে আলোচ্যমান পংক্তিটি গৃহীত।

**প্রসঙ্গ -** খাঁচার পাখি যেমন অসহায় ও বদ্ধ, জীবনের কোনো আনন্দই যেমন তাকে আর স্পর্শ করে না, তেমনি শহরবাসীর জীবনেও নেই কোনো আনন্দ। আর এই প্রসঙ্গেই কবি আলোচ্যমান উক্তিটি করেছেন।

**ব্যাখ্যা -** কবি বলতে চেয়েছেন গণ্ডিবদ্ধ জীবনে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। শহরবাসীর জীবন সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। আর গণ্ডিতে আবদ্ধ জীবন অনুভব করতে পারে না সত্যিকারের কোনো আনন্দ। সেই জীবনে নেই কোনো আনন্দ, নেই কোনো বৈচিত্র্য। তার বদলে আছে কেবল গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমি। তিন পাহাড়ের কোলের প্রাকৃতিক শোভা অনির্বচনীয়। সকালের সূর্যের সোনালী আলোয় পাহাড়ের কোলে সবুজ মাঠগুলিকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন সযত্নে নকশা কেটে রেখেছে। সোনালী আলো উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে সূর্যালোকে শিশুর কলকাকলিতে নকশী-কাঁথারূপ মাঠের গ্রামগুলি মুখর হয়ে ওঠে।